বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি

সেমিনার পেপার

# বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত ও ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল

তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০২৩ ।। হোটেল লেকশোর, গুলশান ঢাকা।

গত ১৭ বছর ধরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপি কর্তৃত্ববাদী সরকারের অবর্ণনীয় মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অন্যায়ের শিকার হয়েছে। এ সময়টা ছিল বিএনপি'র জন্য গণতান্ত্রিক নীতিতে অবিচল থাকার প্রতি ধৈর্য প্রদর্শনের চরম পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি মনে করে জনগণের যে ক্ষমতা অন্যায়ভাবে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে, সেটা পুনরায় জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেয়া তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোর যথাযথ সংরক্ষণই ইন্দোপ্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির মূল ভিত্তি বলে বিএনপি বিশ্বাস করে।

আমাদের ইন্দো প্যসিফিক ভিশনে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আমরা গণতান্ত্রিক দেশ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অর্থনৈতিক ও কৌশলগতভাবে কাতারবদ্ধ হওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করার পাশাপাশি লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম ও রাজনীতি নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশিকে স্বাধীনতা, সমতা এবং সমৃদ্ধির সকল দেশীয় উদ্যোগ বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

আমাদের দল জাতীয় স্বার্থ সমুন্নত রেখে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল ইন্দো প্যসিফিক অঞ্চল নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর।

১৯৭০ এর দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর থেকে, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশটিকে সোভিয়েত ব্লক থেকে বের করে নিয়ে এনে দেশটিকে গণতান্ত্রিক বিশ্বের একটি মুক্ত ও গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত করেন। দেশ গঠনের সময়গুলোতে রাষ্ট্রপতি জিয়া এবং তাঁর স্ত্রী তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেসরকারিকরণ, মুক্তবাজার এবং বিশ্বায়ণ নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে, বাংলাদেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে উদ্ধার করেন।

কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে দেশটি অভ্যন্তরীণ গাষ্ঠীতন্ত্র ও ক্রনি পুঁজিবাদী শেণী এবং বৈদেশিক শক্তির মদদে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তৃত্ববাদী একদলীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। চোরাই নির্বাচনের মাধ্যমে নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার কথা বলাই বাহুল্য। এই একদলীয় সরকারের শাসনকালে রাজনৈতিক নিপীড়ণের ফলে ১২০৪টি জোরপূর্বক গুম, ১৫৩৯টি রাজনৈতিক হত্যা, ক্রসফায়ারের নামে ৭৯৯টি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১,৪১,৬৩৩টি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন মামলায় ৪৯,৪৭,০১৯ জন বিএনপি কর্মী-সমর্থককে ফাঁসানো হয়েছে।

বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই এখন বিএনপির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ।

এ লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং উদারপন্থী দেশগুলোর গভীর সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যত নির্ধারণের প্রয়াসে একটি ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।

## ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশ:

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ ইন্দো-প্যাসিফিকের একটি গরুত্বপূর্ণ অংশ। এটি বঙ্গোপসাগরের মুখে অবস্থিত। স্থলপথে বিশ্বের দুটি মহাশক্তি এবং নেপাল, ভুটান ও মায়ানমারের সাথে এর ভৌগোলিক নৈকট্য দেশটিকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভূ-কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

দেশটি ভারতের সাথে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম স্থল সীমান্ত শেয়ার করে। নিকটতম চীনা সীমান্ত বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেশটির অবস্থান স্থলবেষ্টিত নেপাল এবং ভুটান থেকে যথাক্রমে মাত্র ৬১ এবং ৬ কিলোমিটার দূরে।

বাংলাদেশ বঙ্গোপসাগর এর মুখে অবস্থিত যা একটি ২,৬০০,০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জলাভূমি, যা ভারতীয়-উপমহাদেশ এবং ভারত-চীনা উপদ্বীপের মধ্যে অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহত্তম উপসাগর এবং মালাক্কা প্রণালী থেকে মাত্র ১,৫০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগর অঞ্চল বিশ্ব মানবতার এক চতুর্থাংশের আবাসস্থল।

তের মিলিয়ণ বাংলাদেশি বিদেশে বাস করে, যা এ জাতীয় শীর্ষ ২০টি দেশের মধ্যে চতুর্থ সর্বোচ্চ। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের পাশাপাশি, প্রচুর অনাবাসী বাংলাদেশি ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, যেমন মালয়েশিয়া (১,০০০,০০০), সিঙ্গাপুর, ব্রুনাই ও মালদ্বীপে বসবাসরত।

ভূ-কৌশলগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত গুরুতর হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং মানবসৃষ্ট বিপর্যয় যেমন পরিবেশের অবনতি, অপশাসন, একটি ভগ্ন ও পক্ষপাতদুষ্ট ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা, শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি ও সর্বগ্রাসী দুর্নীতিতে জর্জরিত।

**আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক অ্যাকশন প্ল্যান:**

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিএনপি বিস্তৃত পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ইন্দো-প্যাসিফিকের মধ্যে এবং বাইরে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে শামিল হওয়া এ সকল মূল লক্ষ্যগুলোর অন্যতম। ইন্দো-প্যাসিফিকের সাথে বৃহত্তর একীকরণের (integration) জন্য আমাদের মূল কৌশল এবং কর্ম-গুচ্ছ নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল:

**দেশে গণতান্ত্রিক ভবিষ্যত বিনির্মাণ:**

১. বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর ভিত্তি করে বিএনপি একটি প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রয়াস চালায় যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-প্যাসিফিক জাতি এবং যে দেশে বহুত্ববাদ, বৈচিত্র্যময় ধর্মবিশ্বাস এবং জাতিসত্তা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মতামত বিকাশ লাভ করে। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশে স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, বহুত্ববাদ, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এ সকল লক্ষ্য আমাদের সাম্প্রতিক ৩১ দফা রাষ্ট্রীয় সংস্কার সনদে বর্ণিত হয়েছে।

২. আমরা অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরে বিশ্বাস করি। আমাদের নির্বাচনী প্রচেষ্টার লক্ষ্যবিন্দু হবে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৩. আমাদের গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতার কেন্দ্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। আমরা বিশ্বাস করি মুক্ত এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং প্রাণবন্ত নাগরিক সমাজ একটি দেশের কর্তৃত্ববাদ এবং অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

৪. মিডিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে এমন পরিবেশ তৈরি করে আমরা ভুল তথ্য (disinformation) এবং ভুয়া খবরের (fake news) বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমরা মিডিয়া সাক্ষরতার অগ্রসরে কাজ করব এবং দেশ ও বিদেশের তথ্য হেরফেরের হুমকি মোকাবেলায় সহযোগিতা বৃদ্ধি করবো। সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বীদের নিপীড়ণ ও হয়রানি বন্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ)/সাইবার নিরাপত্তা আইন (সিএসএ) বাতিল করা হবে।

৫. আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি দুর্নীতি গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকিগুলোর মধ্যে অন্যতম, কারণ জাতি হিসেবে আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে একদলীয় রাষ্ট্রগুলোতে স্বৈরাচারী শাসকদের সমর্থনে দুর্নীতি সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আমরা মনে করি আর্থিক স্বচ্ছতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একত্রে কাজ করাটা অত্যন্ত জরুরি। উন্নয়নমূলখ কর্মকাণ্ডের প্রকৃত মূল্যায়ন নিশ্চিত করতেও আর্থিক স্বচ্ছতা অত্যাবশ্যক।

৬. আমরা বিশ্বাস করি যে কোন বিষয়ে অবহিত হওয়া এবং স্বাধীনভাবে নিজস্ব পছন্দ বেছে নেওয়া জনগণের অবিচ্ছেদ্য অধিকার। জানার অধিকার খাদ্য ও বাসস্থানের মতো মৌলিক অধিকার হওয়া উচিত। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত, এবং আরও অন্যান্য দেশের সাথে কাজ করতে চাই, যাতে রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় এ্যাক্টর্সদের (actors) সাইবার হুমকির বিরুদ্ধে আমাদের দেশের লড়াই করার ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

**ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য একটি গণতান্ত্রিক এবং নিরাপদ ভবিষ্যত সমর্থন করা:**

৭. আমরা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে উন্মুক্ত সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করি, যেখানে সরকারগুলোর স্বাধীন রাজনৈতিক পছন্দ বজায় থাকবে।

৮. একটি গণতান্ত্রিক, মুক্ত, উদার এবং প্রগতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দো-প্যাসিফিক এমন একটি স্থান হওয়া উচিত, যেখানে সরকারগুলো আন্তর্জাতিক আইন এবং জনগণের ম্যান্ডেট অনুসারে তাদের সার্বভৌম পছন্দসমূহ বজায় রাখতে পারে।

৯. ইন্দো-প্যাসিফিক বাণিজ্য রুটগুলো যাতে উন্মুক্ত এবং অ্যাক্সেসযোগ্য থাকে, তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের দেশগুলোর সাথে সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করবে। আমরা দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্ব চীন সাগর, ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরসহ সামুদ্রিক ডোমেনে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি সমর্থন করব।

১০. আমাদের ভূ-কৌশলগত অবস্থানের দাবি অনুযায়ী, আমরা এই অঞ্চল জুড়ে রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় এ্যাক্টর্সদের (actors) গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে চাই। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ভারত, কোরিয়া রিপাবলিক এবং এই অঞ্চলের আরও অন্যান্য দেশের সক্রিয় সহায়তায় এটি অর্জন করতে চাই।

১১. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, জাপান, ভারত, কোরিয়া রিপাবলিক, অস্ট্রেলিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সামরিক-বেসামরিক সহযোগিতা জোরদার করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দো-প্যাসিফিকের বাণিজ্য পথগুলোকে উন্মুক্ত এবং নিরাপদ রাখতে এই দেশগুলো একসঙ্গে গভীর নিরাপত্তা সহযোগিতা গড়ে তুলতে পারে।

১২. আমরা নিরাপত্তা সহযোগিতা সমর্থন করি যা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং মহামারী মোকাবেলায় একটি অস্থায়ী বাহিনী (temporary strike force) গঠন করতে পারে এবং যা প্রাকৃতিক, দুর্ঘটনাজনিত বা ইচ্ছাকৃত জৈবিক হুমকি সামলাতে পারে; এবং অস্ত্র, মাদক ও মানব পাচার প্রতিরোধ করতে পারে।

১৩. আমরা বেসামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক ব্যবহারের জন্য টেকসই প্রযুক্তি অর্জনের জন্য উন্নত পশ্চিমা অর্থনীতির সক্রিয় সমর্থন এবং সহযোগিতা চাই। আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং স্থিতিস্থাপক প্রশিক্ষণের জন্য বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ও গভীর সহযোগিতা প্রয়োজন।

১৪. বাংলাদেশকে তার ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল পরিপূরণে আসিয়ান দেশগুলোর সাথে সহযোগিতা জোরদার করা উচিত।

১৫. সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা মোকাবেলায় বিএনপি শক্ত পন্থা অবলম্বন করবে এবং নিশ্চিত করবে যাতে বাংলাদেশের ভূ-খণ্ড অন্য কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষায় ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহার করা না হয়। একটি গতিশীল ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল গ্রহণ করা হবে, যাতে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ (counter-terrorism) ইত্যাদির মতো স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

**ইন্দো-প্যাসিফিকের জন্য একটি উদার, উন্মুক্ত, মুক্ত বাজারের ভবিষ্যত:**

১৬. আমরা বিশ্বাস করি একটি মুক্ত, উদার এবং উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অর্জনের জন্য শক্তিশালী সাধারণ মূল্যবোধের (common values) প্রয়োজন। বাংলাদেশকে জোট, অ্যাসোসিয়েশন এবং আঞ্চলিক গ্রুপিং ও প্রতিষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত, যা এই অঞ্চলে উন্মুক্ত ও অবাধ সামুদ্রিক বাণিজ্যকে উৎসাহিত করবে। এই প্রচেষ্টাগুলো আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী এবং অংশীদারদের সাথে নিয়ে শুরু করা উচিত।

১৭. বাংলাদেশের উচিত ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর সাথে একটি অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়টি প্রমোট করা, যা আমাদের অর্থনীতির দ্রুত প্রযুক্তিগত রূপান্তরকে কাজে লাগাতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে।

১৮. ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক ফোরামের (আইপিইএফ) সক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়ে এই এলাকায় অর্থনৈতিক সহযোগিতা, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ উন্নীত করা, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক একীকরণের জন্য নতুন সুযোগ উন্মোচন করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্রিয় ভূমিকা ভূমিকা পালন করা উচিত। উচ্চ শ্রম এবং পরিবেশগত মান পূরণ করে এমন বাণিজ্যে বিকাশে আমাদের নতুন পন্থা অবলম্বন করা উচিত।

১৯. আমরা যুক্তরাষ্ট্র এবং আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের সাথে কাজ করতে চাই, যাতে এই অঞ্চলের সাপ্লাই চেইন নিরাপদ, বৈচিত্র্যপূর্ণ, উন্মুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

২০. সীমান্ত প্রযুক্তি, মান-সংযুক্ত প্রযুক্তি, ইন্টারনেট এবং নিরাপদ সাইবার-স্পেসে অভিন্ন পদ্ধতির অগ্রগতির জন্য আমাদের ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোর সাথে কাজ করা উচিত।

২১. আমাদের উচিৎ বিজ্ঞানী ও গবেষকদের চলাচল সহজতর করা এবং অত্যন্ত উন্নত বা উদ্ভাবনী সহযোগিতার জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যে উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

২২. কোভিড-১৯ মহামারী একটি দ্রুত পুনরুদ্ধারের অনিবার্যতাকে স্পষ্ট করেছে। এ লক্ষ্যে ব্যাপক আকারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরদার করতে, ভাল বেতনের চাকরি তৈরি করতে, সরবরাহ চেইন পুনর্নির্মাণ করতে এবং অর্থনৈতিক সুযোগগুলো প্রসারিত করতে ব্যাপক বিনিয়োগের প্রয়োজন।

২৩. আমাদের ৫জি ভেন্ডর ডাইভারসিফিকেশন এবং ওপেন রেডিও অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (ও-আরএএন) প্রযুক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থিতিস্থাপক এবং নিরাপদ বিশ্বব্যাপী টেলিযোগাযোগ প্রমোট করা উচিত। আমাদের একটি টেলিযোগাযোগ সরবরাহের বাজার সন্ধান করা উচিত, যা নতুন এবং বিশ্বস্ত প্রবেশকারীদের অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

২৪. আমরা বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ-এর পুনঃপুঁজিকরণকে (recapitalisation) সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করি। এটি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলসহ দরিদ্র ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে তাদের সমৃদ্ধি আনার প্রচেষ্টায়, একটি সবুজ এবং জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যত সুরক্ষায় এবং লুণ্ঠনমূলক কঠিন শর্তের ঋণ থেকে রক্ষা করতে পারে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে প্রতিটি আর্থিক সহায়তা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলন (global best practices) অনুসারে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে বাস্তবায়িত হবে।

**একটি সবুজ জলবায়ু সহনশীল বাংলাদেশ এবং ইন্দো-প্যাসিফিক:**

২৫. বিশ্বের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ৭০ শতাংশের আবাসস্থল ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল; জলবায়ু সংকটের প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া একটি রাজনৈতিক অপরিহার্যতা ছাড়াও একটি অর্থনৈতিক সুযোগ।

২৬. বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং নেট-শূন্য ভবিষ্যতের রূপান্তর সীমাবদ্ধ করার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জলবায়ু লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল, পরিকল্পনা এবং নীতিগুলো বিকাশের জন্য বাংলাদেশের উচিত ইন্দো-প্যাসিফিক অংশীদারদের সাথে কাজ করা।

২৭. বাংলাদেশের উচিত ক্লিন-এনার্জি প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করা এবং জলবায়ু-সারিবদ্ধ অবকাঠামো বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা। জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত অবক্ষয়ের প্রভাবগুলোর প্রতি দুর্বলতা হ্রাস এবং সমালোচনামূলক-অবকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা তৈরি এবং শক্তি সুরক্ষা মোকাবেলায়ও আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

২৮. আমাদের সম্পদের আইনি ব্যবহার, বর্ধিত গবেষণা সহযোগিতা এবং উপকারী বাণিজ্য ও পরিবহনের প্রচারসহ এই অঞ্চলের বিশাল সমুদ্রের স্বাস্থ্যসম্মত এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা উচিত।

২৯. হিমালয়ের বরফ গলন এবং বৃষ্টির অনিয়মিত নিদর্শন সম্পর্কে বাস্তব সময়ের তথ্য ভাগ করে নেওয়ার প্রয়াসে, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বন্যা এবং ভাটি অঞ্চলের বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সূত্রপাত করেছে, হিমালয়ের দেশগুলোর সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গড়ে তোলা উচিত।

৩০. জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে বাংলাদেশ ভারত-প্যাসিফিক অংশীদারদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে, যাতে মহামারী থেকে ভবিষ্যৎ ধাক্কা মোকাবেলা করা যায়, বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনিয়োগ করা যায় এবং আংশিকভাবে জলবায়ু পরিবতনজনিত উদ্ভূত স্বাস্থ্য জরুরি পরিস্থিতি প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং সাড়া দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক প্ল্যাটফর্মগুলো প্রসারিত করা যায়। প্রস্তুতি এবং প্রতিক্রিয়া জোরদার করতে আমাদের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক সংস্থার সাথে কাজ করা উচিত।

**রোহিঙ্গা সংকটের একটি মর্যাদাপূর্ণ ও টেকসই সমাধান:**

৩১. আমরা রোহিঙ্গা সঙ্কটের একটি ন্যায্য, গ্রহণযোগ্য এবং মর্যাদাপূর্ণ সমাধান খুঁজে পেতে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক উভয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াব। জাতিসংঘের উচিত রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছায়, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের তত্ত্বাবধান করা, যাতে প্রত্যাবর্তনকারী শরণার্থীদের বিষয়ে জাতিসংঘের চুক্তি, প্রোটোকল সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা যায়।

৩২. আমরা রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অপরাধকে গণহত্যা এবং যুদ্ধাপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেই, যা মায়ানমারের জাতিসংঘের স্বাধীন ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশন বলেছে। আমরা মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে রোহিঙ্গা গণহত্যার মামলা ত্বরান্বিত করতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে একত্রে কাজ করবো।

৩৩. আমরা রোহিঙ্গাদের নিপীড়ণকে ইন্দো-প্যাসিফিক এবং বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতির পক্ষে সহায়তার জন্য জনমত সৃষ্টি করব। ২০০৮ সাল থেকে সুরক্ষা এবং জীবিকার সন্ধানে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রা করেছে। অনেকে তখন থেকে মানব পাচারের শিকার হয়েছে এবং অনাহারে মারা গেছে। মায়ানমার, বিদেশে শরণার্থী শিবির এবং সমুদ্রে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা উন্নত করতে আসিয়ান দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য।

৩৪. আমরা মায়ানমার সরকার এবং তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে টার্গেটেড নিষেধাজ্ঞার জন্য সমর্থন তৈরিতে কাজ করবো। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এবং সহিংসতার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে বিশ্বাসযোগ্য জবাবদিহিতার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করব।

৩৫. আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বার্মা আইনকে (The Burma Act) স্বাগত জানাই এবং এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করি, যা মায়ানমারে গণতান্ত্রিক কর্মীদের এবং গণতন্ত্রের জন্য লড়াইরত প্রতিরোধ শক্তিকে সমর্থন করে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, কাতার, সৌদি আরব, তুর্কি, ওআইসি, ইইউ, জাতিসংঘের মতো গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদের প্রধান অংশীদারদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন সমস্যা মোকাবেলার জন্য এই আইনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেই।

৩৬. আমরা নিশ্চিত করব যেন প্রত্যাবাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন করার সময় রোহিঙ্গাদের মতামত এবং আকাঙ্খাগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব গৃহীত ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল বৈশ্বিক একটি অবাধ, উন্মুক্ত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্দো-প্যাসিফিকের লক্ষ্যে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক স্থাপত্যকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে বলে আশা করা যায়। সংযোগের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বঙ্গোপসাগরের শীর্ষে বাংলাদেশের অবস্থান পশ্চিম ও পূর্ব গোলার্ধের পাশাপাশি ভারত মহাসাগরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিরাপত্তা সহযোগিতা, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সম্প্রীতি, নিরাপদ নৌ চলাচল, টেকসই অর্থনীতি, মুক্ত বাণিজ্য, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, মহামারীর মত হুমকিসমূহের মোকাবেলার পাশাপাশি একটি অবাধ, মুক্ত, উদার, গণতান্ত্রিক, ও নিরাপদ ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলকে স্বাগত জানাই।